যুগান্তর

তারিখ ... 18 JAN 2016 ...
পৃ: ১৬ কলাম ... ২ ...

মুলাদীতে শিশু শিক্ষার্থীকে চুলায় সেক দিল পাষণ্ড শিক্ষকরা

পুড়ে গেছে বুকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান

বরিশাল ব্যুরো ও মুলাদী প্রতিনিধি

বরিশালের মুলাদীতে গোসল করতে না চাওয়ায় পাঁচ বছরের শিশু মাহিনকে পুকুরের কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে নামিয়ে দেয়া হয়। শিশুটি ঠাণ্ডায় কাঁপতে থাকলে তাকে উঠিয়ে চুলার আগুনে সেক দেয় পাষণ্ড শিক্ষকরা। এ সময় পুড়ে যায় শিশু মাহিনের বুকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান। ঘটনাটি গত ২৩ ডিসেম্বর ঘটলেও শনিবার জানাজানি হয়।

গৌরনদী উপজেলার দক্ষিণ সাঁকোকাঠি গ্রামের নূরে আলমের ছেলে মাহিন। তার বাবা জানান, গত বছর চর সেলিমপুর ক্বেরাতুল কোরআন মাদ্রাসায় মাহিনকে সেরাতুল কোরআনে (প্রথম শ্রেণী) ভর্তি করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, শিশু শিক্ষার্থীরা দুষ্টুমি কিংবা ভুলত্রুটি করলে মাদ্রাসার মোহতামিম আল আমিন তাদের না বুঝিয়ে মারধর করেন। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গরিব ও অসহায় হওয়ায় আল আমিনের নির্যাতনের বিষয়ে কেউ কোনো প্রতিবাদ করত না। নূরে আলম জানান, ২৩ ডিসেম্বর শীতের কারণে শিশু মাহিন গোসল না করায় আল আমিন বিকাল বেলা তাকে ধরে পুকুরের পানিতে ফেলে দেয়। মাহিন ঠাণ্ডায় কাঁপতে শুরু করলে মোহতামিম আল আমিন এবং অন্য শিক্ষকরা তাকে তুলে এনে আগুনের ওপর ধরে সেক দেয়। এক পর্যায়ে মাহিনের জামায় আগুন লেগে যায়। এতে তার বুকসহ শরীরের বিভিন্ন স্থান পুড়ে যায়।

মাহিনের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে গৌরনদী আগুকাঠি হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা তাকে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে মাহিনকে দু'বার অস্ত্রোপচার করা হয়। তার পায়ের চামড়া নিয়ে বুকে লাগানো হয়েছে বলে নূরে আলম জানান। মাহিনের বুকের ঘা এখনও শুকায়নি বলেও তিনি জানান। দু'তিন দিন আগে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এরপর ঘটনাটি জানাজানি হয়। আজ আবারও তাকে শেবাচিম হাসপাতালে চেকআপের জন্য নেয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাদ্রাসার মোহতামিম আল আমিন অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, মাহিন গোসল করে শীতে কাঁপছিল। তাই তিনি তাকে মাদ্রাসার রান্নার কাজে ব্যবহৃত চুলার পাশে দাঁড়াতে বলেন। কিন্তু সে অসাবধানতাবশত চুলার মধ্যে পড়ে যায়। মুলাদী থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মিজানুর রহমান জানান, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও ভিকটিমের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।